

বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

**Study Material for 4<sup>th</sup> Semester (General)**

*Prepared by  
Dr. Ajoy Saha  
Asth. Prof. of Bengali*

**CC – 1 D / 2D/ GE - 4 বিষয় : ভাষাতত্ত্ব**

**০২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : (পর্ব - ২)**

১৮। ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের নিরিখে বাংলা ভাষার কয়টি স্তর ও কী কী ?

**উত্তর :** ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের নিরিখে বাংলা ভাষায় প্রধানত তিনটি স্তর লক্ষ করা যায় – প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা এবং আধুনিক বাংলা ভাষা।

১৯। প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা ও নির্দশন উল্লেখ কর।

**উত্তর :** প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হল আনুমানিক নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই পর্বের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন সঙ্গীত 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগান'-এ।

২০। চর্যাগানগুলি কে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন ?

**উত্তর :** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ সালে চর্যাগানের প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' গ্রন্থে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

২১। চর্যাগানের ভাষা যে বাংলা তা কে প্রথম প্রমাণ করেন ?

**উত্তর :** চর্যাগানের ভাষা যে বাংলা তা প্রথম প্রমাণ করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২২। চর্যাপদ ছাড়া আর কোন কোন গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা ভাষার সামান্য নিদর্শন আছে ?

**উত্তর :** চর্যাপদ ছাড়া বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন', বন্দ্যঘটী সর্বানন্দের 'অমরকোষের টীকাসর্বস্ব' এবং 'সেখশুভোদয়া' গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা ভাষার সামান্য নিদর্শন আছে।

২৩। মধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা ও এর উপপর্ব দুটির নাম লেখো।

**উত্তর :** মধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা হল আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী (মতান্তরে ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রি) পর্যন্ত।

মধ্য বাংলা ভাষায় দুটি উপপর্ব লক্ষ করা যায় – আদি-মধ্য যুগ এবং অন্ত্য-মধ্য যুগ।

২৪। আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার কালসীমা ও ভাষিক নির্দর্শন উল্লেখ কর।

**উত্তর :** আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার কালসীমা হল ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী (মতান্তরে ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রি)।

এই পর্বের বাংলা ভাষার নির্দর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে।

২৫। অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার কালসীমা ও নির্দর্শন উল্লেখ কর।

**উত্তর :** অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার কালসীমা হল ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী (১৫০০-১৮০০) পর্যন্ত। এই পর্বের বাংলা ভাষার নির্দর্শন হল মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', জ্ঞানদাসের বৈষ্ণব পদ, রামপ্রসাদের শাক্তগান প্রভৃতি।

২৬। আধুনিক বাংলা ভাষার সময় কাল ও নির্দর্শন উল্লেখ কর।

**উত্তর :** আধুনিক বাংলা ভাষার সময় কাল হল উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল (১৮০১ -)।

এই পর্বের ভাষার নির্দর্শন হল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ প্রভৃতি লেখকদের বাংলা গ্রন্থগুলি।

২৭। বাংলা ভাষার কয়টি উপভাষা ও কী কী ?

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষা লক্ষ করা যায়। সেগুলি হল – রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী এবং কামরূপী উপভাষা।

২৮। আদর্শ বাংলা বা মান্য চলিত বাংলা ভাষা মূলত কোন উপভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ?

**উত্তর :** আদর্শ বাংলা বা মান্য চলিত বাংলা ভাষা মূলত রাঢ়ী উপভাষাকে (কলকাতা ও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষা) আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

২৯। বাংলা ভাষায় উপভাষাগুলির মধ্যে কোন দুটি উপভাষার বিস্তার সব চেয়ে বেশি ?

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী এবং বঙ্গালী উপভাষার বিস্তার সব চেয়ে বেশি।

৩০। রাঢ়ী উপভাষার এলাকা নির্দেশ কর।

উত্তর : কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, দুই চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঢ়ী উপভাষা লক্ষ করা যায়।

৩১। বঙ্গালী উপভাষার ব্যবহার কোন কোন এলাকায় দেখা যায় ?

উত্তর : বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর, নোয়াখালি, কুমিল্লা জেলায় বঙ্গালী উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

৩২। বরেন্দ্রী উপভাষার এলাকা নির্দেশ কর।

উত্তর : বরেন্দ্রী উপভাষা মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি এলাকায় লক্ষ করা যায়।

৩৩। কামরূপী উপভাষা কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ?

উত্তর : কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, রংপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রচলিত।

৩৪। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার এলাকা নির্দেশ কর।

উত্তর : ঝাড়খণ্ডী উপভাষা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত।

৩৫। 'ঝাড়খণ্ডী' নামটি কে দিয়েছিলেন ?

উত্তর : 'ঝাড়খণ্ডী' নামটি সুকুমার সেন দিয়েছিলেন।

৩৬। ধ্বনিপরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারাকে 'অপিনিহিতি' নামে কে চিহ্নিত করেন ?

উত্তর : বাংলায় ধ্বনিপরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারাকে 'অপিনিহিতি' নামে কে চিহ্নিত করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩৭। অপিনিহিতি বাংলা ভাষার কোন স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর : মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন - পাতিয়া > পাইতা।

৩৮। অভিশ্রুতির প্রয়োগ বাংলা ভাষার কোন স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর : আধুনিক বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর অভিশ্রুতির প্রয়োগ ঘটেছে।

যেমন - পাতিয়া > পাইতা > পেতে ; কালি > কাইল > কাল।

৩৯। কোন উপভাষায় এখনো অপিনিহিতির প্রয়োগ রয়ে গেছে ?

উত্তর : বঙ্গালী উপভাষায় এখনো অপিনিহিতির স্বচ্ছন্দ ব্যবহার রয়েছে। যেমন – আজি > আইজ ;  
করিয়া > কইর্যা।

৪০। নাসিক্যধ্বনির অতি ব্যবহার অর্থাৎ স্বতোনাসিক্যভবনের বহু প্রয়োগ কোন উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর : নাসিক্যধ্বনির অতি ব্যবহার অর্থাৎ স্বতোনাসিক্যভবনের বহু প্রয়োগ ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন – চা > চাঁ, ঘড়া > ঘাঁড়া, আটা > আঁটা প্রভৃতি।

৪১। নাসিক্যধ্বনির লোপ অর্থাৎ বিনাসিক্যভবন ঘটেছে কোন উপভাষায় ?

উত্তর : বঙ্গালী উপভাষায় নাসিক্যধ্বনির লোপ অর্থাৎ বিনাসিক্যভবন ঘটেছে।

যেমন – চাঁদ > চাঁদ, কাঁদা > কাদা, বাঁধন > বাধন ইত্যাদি।

৪২। কোন উপভাষাতে 'শ' বা 'স' -এর জায়গায় 'হ' ধ্বনির প্রয়োগ ঘটে ?

উত্তর : বঙ্গালী উপভাষায় 'শ' বা 'স' -এর জায়গায় 'হ' ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়।

যেমন - শাক > হাক, শালা > হালা, সকল > হগল প্রভৃতি।

(ক্রমশ)

\*\*\*\*\*